বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে প্রস্তাবিত ৬০০মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য জীবিকা পুনঃস্থাপন পরিকল্পনা

চূড়ান্ত খসড়া (প্রকাশের জন্য)

ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড

মার্চ ২০২২

প্রকল্পের পটভূমি

ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড (ইউএমপিএল) বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার অধীন সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের দুধঘাটা মৌজায় একটি ৬০০ মেগাওয়াট (নেট আউটপুট ৫৮৮.৩১ মেগাওয়াট) গ্যাস-ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (সিসিপিপি) প্রকল্প (অতঃপর 'প্রকল্প' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বাস্তবায়ন করতে চায়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, এআইআইবি, ডিইজি থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন (অতঃপর 'ঋণদাতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রধান ইউনিটগুলির মধ্যে রয়েছে একটি (১) জিই ৯এইচএ.০১ গ্যাস টারবাইন জেনারেটর, একটি (১) হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর এবং একটি (১) জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই) থেকে পরিচালিত স্টিম টারবাইন জেনারেটর। এই ইউনিটগুলি ছাড়াও পানির পাম্প হাউস, ইন্ডিউসড ড্রাফ্ট কুলিং টাওয়ার, একটি এইচআরএসজি স্ট্যাক, সুইচইয়ার্ড, দুটি অস্থায়ী রিভার জেটি (নির্মাণ পর্যায়ে সরঞ্জামাদি পরিবহনের জন্য) নির্মাণ করা হবে। একটি ৪০০ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন বিদ্যুৎ স্থানান্তরের জন্য এবং মেঘনা শাখা চ্যানেল দিয়ে গ্যাস সরবরাহের জন্য ২০ ইঞ্চি ব্যাসের একটি সাবসারফেস পাইপলাইনও প্ল্যান্টের সুবিধা হিসাবে নির্মিত হবে।

তাই বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের দুধঘাটা মৌজায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ভূমি প্রয়োজন। এজন্য ভূমি সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য স্থানীয় গ্রামগুলি থেকে মোট ২১.০৭ একর এক ফসলি ভূমি সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য মেঘনা শাখা চ্যানেল থেকে পানি নেওয়া হবে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ মেঘনা শাখা চ্যানেলের অপর পাশে অবস্থিত নিকটবর্তী ভালভ স্টেশন থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করবে। এছাড়া প্রস্তাবিত পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০কেভি সিঙ্গেল সার্কিট ওভারহেড লাইনের মাধ্যমে অপর পাশের পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশের (পিজিসিবি) নিকটতম প্রস্তাবিত সাবস্টেশনে স্থানান্তরিত করা হবে।

এলআরপি'র উদ্দেশ্য এবং পরিধি

এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের জন্য ভূমি ক্রয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জীবিকা পুনঃস্থাপনের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। জীবিকা পুনঃস্থাপন পরিকল্পনা (এলআরপি) নারায়ণগঞ্জে ৬০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্রকল্প স্থাপনের জন্য ইউএমপিএল কর্তৃক ভূমি সংগ্রহের কারণে প্রকল্প-আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাদের জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এলআরপি জীবিকা পুনঃস্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে:

- ভূমির মালিক: ৩৪৩ জন ভূমি মালিক যাদের ভূমি প্রকল্পের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে তারা সকলে এলআরপির সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে ৩৩৩ জন জরিপকৃত ভূমির মালিক, ৯০ জন ভূমির মালিক তাদের সমস্ত কৃষি ভূমি হারিয়েছেন এবং তারা বেশিরভাগই খামার-ভিত্তিক কার্যকলাপ বা গৃহস্থালির কাজের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

- ভূমির উপর নির্ভরশীল: জরিপের সময় মোট ১৮টি ভূমি নির্ভর পরিবার চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি পাওয়ার প্ল্যান্ট সাইটের ভূমি নির্ভর পরিবার এবং ৮টি পরিবার নির্মাণ শিবির স্থাপনের জন্য ইউএমপিএল এর ইজারাভূক্ত ভূমিতে কৃষিকাজ করে। যেহেতু এইসব ভূমির মালিকদের ভূমির উপর কোন আইনি অধিকার নেই তাই তারা বাংলাদেশের আইন অনুসারে তাদের জীবিকা আক্রান্ত হওয়ার কারণে ইউএমপিএল থেকে ক্ষতিপূরণ পায়নি। ঋণদাতাদের সুরক্ষা বিধান অনুসারে ১৮টি ভূমি নির্ভর সব পরিবারকে এলআরপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

- মৎস্যজীবী: দুধঘাটা গ্রামের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ৬০টি মৎস্যজীবী পরিবার নদীপথে প্রবেশ, মাছ ধরা এবং অন্যান্য কাজ যেমন মাছ ধরার জাল শুকানো, মাছ ধরার নৌকা নোঙর করা ইত্যাদির জন্য প্রকল্পের স্থানটিকে ব্যবহার করত। ভূমি ক্রয়ের কারণে তাদের জীবিকাও প্রভাবিত হয়েছে।

- এক্সেস রোড বরাবর প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণ: রাস্তা প্রশস্তকরণের কারণে মোট ৬৩ জন ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ৫৪ জন ব্যক্তিগত ভূমির মালিক এবং ৯ জন দখলদার ছিলেন। রাস্তা প্রশস্তকরণের কারণে এই ৬৩টি প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তি-র অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এলআরপি প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণ), যাদের জীবিকা প্রভাবিত হয়, তাদের ক্ষতির জন্য যতটা সম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কর্ম পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

পদ্ধতি

এলআরপি প্রস্তুতের জন্য ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ব্যবস্থাই জড়িত। পদ্ধতিগত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ:

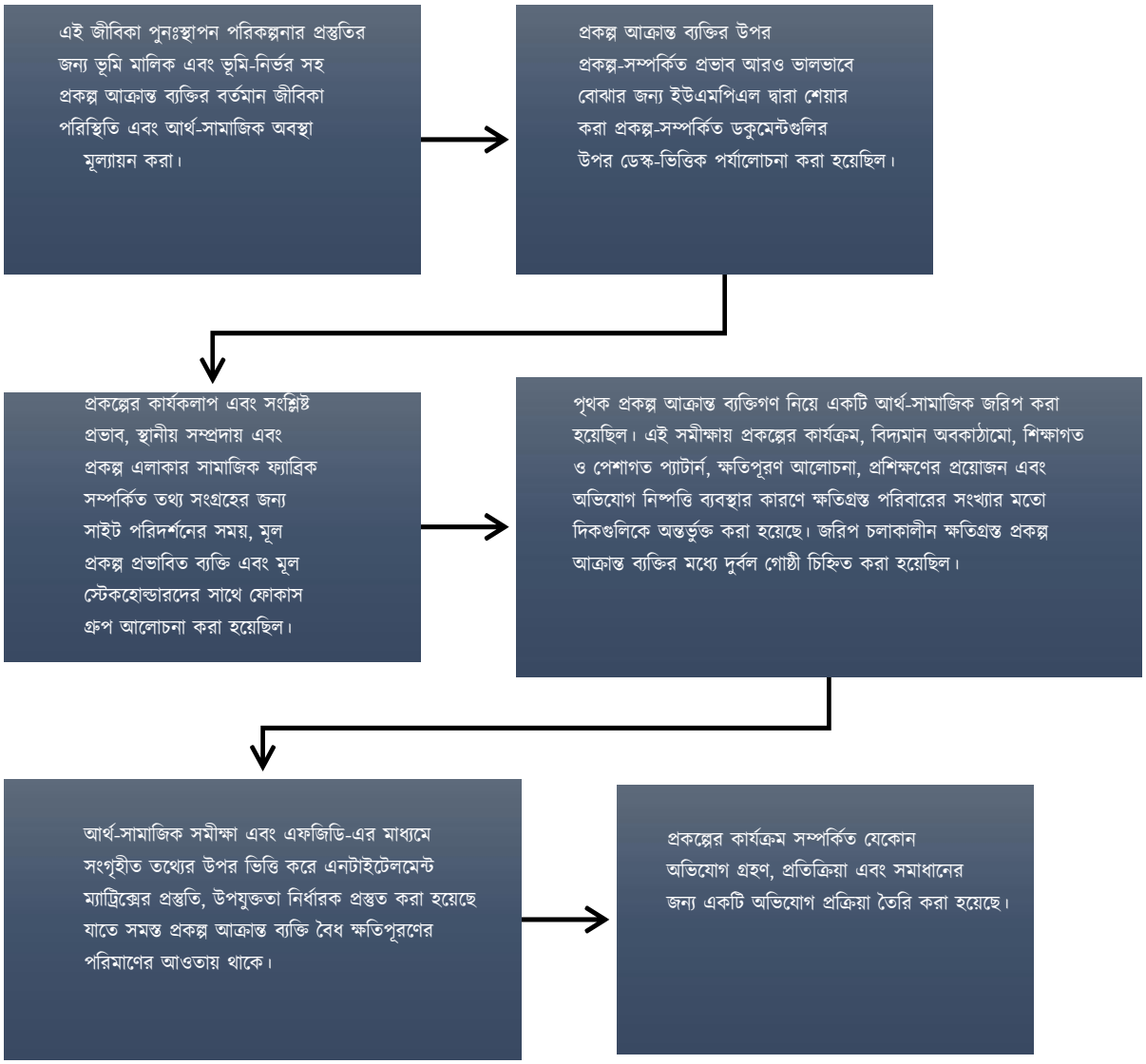

প্রযোজ্য নীতি এবং আইনি কাঠামো

এলআরপি প্রযোজ্য ঋণদাতার চাহিদা যেমন এআইআইবি, IFC বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ঋণদাতার সুরক্ষা চাহিদার লক্ষ্য হল প্রকল্পের জন্য ভূমি সংগ্রহের কারণে শারীরিকভাবে স্থানচ্যুতি (স্থানান্তর বা বাড়ি/আশ্রয়ের ক্ষতি) এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি (সম্পত্তির ক্ষতি যা আয়ের উৎস বা জীবিকার অন্যান্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে) এড়ানো বা হ্রাস করা। ভূমির মালিকগণ যদিও স্বেচ্ছায় চাহিদা অনুসারে তাদের ভূমি ইউএমপিএল-এর কাছে বিক্রি করেছে কিন্তু ভূমি বিক্রি করার পর ভূমিহীনতার কারণে সেই পরিবারের জীবিকা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

ভূমির উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে, ইউএমপিএল স্থানীয় ভূমি সংগ্রহকারীর সহায়তায় ইচ্ছুক ক্রেতা এবং ইচ্ছুক বিক্রেতা প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ভূমির মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি ভূমি সংগ্রহ করেছে তবে এমন ক্ষতিগ্রস্থ লোকও রয়েছে যারা সেই ভূমির উপর নির্ভরশীল কিন্তু কোন আইনি অধিকার নেই। জীবিকা পুনঃস্থাপন পরিকল্পনা এইসব পরোক্ষভাবে প্রভাবিত লোকদের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করবে এবং উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যেহেতু প্রকল্পটিতে ভূমি অধিগ্রহণ জড়িত নয় বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ পরিচালনাকারী জাতীয় আইন অধিগ্রহণ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধ্যাদেশ (এআরআইপিও), ২০১৭ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে উপযুক্ততা নির্ধারক তৈরি করার সময় এটি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন হল বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ যেগুলি এই এলআরপি তৈরি করার সময় বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের জন্য ভূমি ক্রয়

প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য মুখোমুখি আলোচনার ভিত্তিতে স্থানীয় গ্রামগুলি থেকে মোট ২১.০৭ একর বেশিরভাগ এক ফসলী কৃষি ভূমি সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক পরিকল্পনা পর্যায়ে, ইউএমপিএল পিরোজপুর ইউনিয়নে দুটি স্থান বেছে নিয়েছে। তবে তিতাস গ্যাসের গ্যাস ভালভ স্টেশন এবং পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (পিজিসিবি) প্রস্তাবিত গ্রিড সাবস্টেশনের নিকটবর্তীতার কারণে তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই বর্তমান জায়গাটিকে বেছে নিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ~১৮ একর ভূমি ক্রয় পরিকল্পনা করেছে। ১৮-একরের মধ্যে ৬.৭৯ একর (১ একর = ১০০ দশমিক) ঢাকায় বসবাসকারী একজন ব্যক্তির (মো. নুরুন নবী ভূইয়া) কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। তিনি একজন ব্যবসায়ী, প্রবিডা কোম্পানির মালিক এবং নিজের শিল্প স্থাপনের জন্য অনেক আগেই এই ভূমি কিনেছিলেন। অবশিষ্ট ভূমি আলোচনার ভিত্তিতে স্থানীয় ভূমি মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে ১৮ একর ভূমি সংগ্রহের কাজ শেষ হওয়ার পর ইউএমপিএল তাদের ডিজাইন পরামর্শকের কাছ থেকে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ৩.০৭ একর অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজন ছাড়া পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ইউএমপিএল পুনরায় আশেপাশের ভূমির মালিকদের সাথে আলোচনা শুরু করে যাদের ভূমি ২০২০ সালের মে মাসে ৩.০৭ একরের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এসময় ৭ টি পরিবারের কাছ থেকে ৩.০৭ একর ব্যক্তিগত ভূমি ক্রয় করা হয়। প্রথম ধাপের একই ভূমি ক্রয়-প্রক্রিয়া দ্বিতীয় ধাপে অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের জন্য ভূমির প্রয়োজনীয়তার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্প এলাকা	ভূমি এলাকা (ডেসিমেল)	ভূমি এলাকা (একর)	ভূমির ক্রয়ের বছর	গ্রামের নাম	ভূমির মালিকের সংখ্যা
১	প্রধান প্ল্যান্ট এলাকা	২১০৭	২১.০৭	২০১৯, ২০২০	দুধঘাটা মৌজা (দুধঘাটা, কোরবানপুর, চান্দের চক)	৩৪ ৩
২	লেডাউন এলাকা	১২০০	১২	২০২০	দুধঘাটা	হামদর্দ ল্যাবরেটরি থেকে তিন (৩) বছরের জন্য ভূমি লিজ নেওয়া হয়েছে।
৩	অ্যাক্সেস রোড (প্ল্যান্ট গেট থেকে লেডাউন এলাকা)	১৯.৩৮	০.১৯	২০২০	দুধঘাটা	৫১
৪	অতিরিক্ত লেডাউন এলাকা	১.৪৯	১৪৯	২০২১	দুধঘাটা	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে ১৫ মাসের জন্য ভূমি লিজ নেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের (এপি) জনসংখ্যা, সাক্ষরতা, শিক্ষাগত, আয় এবং জীবিকার অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য, ১৩৫৭ জন ব্যক্তিকে আওতায় এনে একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং আয় বৃদ্ধির জন্য, কৃষি, পশুপালন, দৈনিক মজুরি শ্রম, বাণিজ্যিক

ব্যবসা, বাণিজ্য এবং সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত রয়েছে। সমীক্ষার ফলাফলগুলি নীচের সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্দেশক	
জনসংখ্যার অবস্থা	ভূমির মালিকের জনসংখ্যার অবস্থা: জরিপ করা পরিবারের মোট জনসংখ্যা হল ১৩৫৭। পরিবারের গড় আয়তন ৪.৫৮ যা দুধঘাটা মৌজার থেকে কম। ১৩৫৭-এর মধ্যে পুরুষ জনসংখ্যা হল ৭৩৩ যা মোট জনসংখ্যার ৫৪.০১% এবং মহিলা জনসংখ্যা ৬২৪ যা মোট জনসংখ্যার ৪৫.৯৮%। লিঙ্গ অনুপাত প্রতি ১০০ জন পুরুষে ৮৫ জন মহিলা যা দুধঘাটা মৌজার লিঙ্গ অনুপাতের চেয়ে কম।
	ভূমি নির্ভর পরিবারগুলির জনসংখ্যার অবস্থা: মোট ৭৮টি ভূমি নির্ভর পরিবার (১৮টি ভূমি নির্ভর এবং ৬০ জন মৎস্যজীবী সহ) জরিপ করা হয়েছিল। জরিপকৃত পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৩৩১। পরিবারের গড় আয়তন ৪.২৪ যা দুধঘাটা মৌজার চেয়ে কম। ৩৩১ টির মধ্যে, পুরুষ জনসংখ্যা ১৮২ যা মোট জনসংখ্যার ৫৪.৯৮% এবং মহিলা জনসংখ্যা ১৪৯ যা মোট জনসংখ্যার ৪৫.০১%। লিঙ্গ অনুপাত ৮২ যা দুধগাহাটা মৌজার লিঙ্গ অনুপাতের চেয়ে কম।
শিক্ষাগত অবস্থা	ভূমি মালিক পরিবারের মধ্যে সাক্ষরতার হার হল ৭৭.২৩% যা জনসংখ্যা এবং আবাসন আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী জাতীয় সাক্ষরতার হার (৬১.৫%) থেকে বেশি। পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮১.২৪% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৭৫.২৬%। তাদের মধ্যে বেশ ভালো সংখ্যক লোক (৫৩%) উচ্চ প্রাথমিক বা উচ্চতর পর্যন্ত শিক্ষিত।
	ভূমি নির্ভর পরিবারের মধ্যে শিক্ষার হার (৭৫.৭৫%) জাতীয় গড় থেকে বেশি। পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮১.৮৬% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৭৭.১৮%। তাদের মধ্যে, প্রায় (৩৮%) উচ্চ প্রাথমিক বা উচ্চতর পর্যন্ত শিক্ষিত এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য উন্মুক্ত।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্দেশক	
জীবিকা	**প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকার প্রাথমিক উৎস** • কৃষিকাজ • কৃষি শ্রম • দৈনিক শ্রম • সেবা • পশুপালন
আয়ের ধরণ	ভূমির মালিকদের মধ্যে, জরিপটি নির্দেশ করে যে জরিপ করা ভূমির মালিকদের মধ্যে ২৪% এর মাসিক আয় ১০০০০ টাকা-এর নীচে, ২৬% ১৫০০০ টাকা-এর নীচে, ২০০০০-৩০০০০ টাকা-এর মধ্যে ৪১%। জরিপকৃত ভূমির মালিকদের মাত্র ৭% এর মাসিক আয় ৩০০০০ টাকা-এর বেশি। জরিপকৃত ভূমি নির্ভর পরিবারের মধ্যে প্রায় ১২% এর মাসিক আয় ১০০০০ টাকা-এর কম, ৪৬% প্রতি মাসে ১৫০০০-২০০০০ টাকা-এর মধ্যে, ২০% ২৫০০০-৩০০০০ টাকা-এর মধ্যে। ভূমি নির্ভর পরিবারের প্রায় ২০% যাদের মাসিক আয় ৩০০০০ টাকা-এর বেশি।
মৎস্যজীবী সম্প্রদায়	জরিপে মোট ৬০টি মৎস্যজীবী পরিবার চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ৬০টি পরিবার আগে নদীপথে প্রবেশ, মাছ ধরার জাল শুকানো, নৌকা নোঙর করার জন্য এই প্রকল্পের ভূমি ব্যবহার করত। কিন্তু ভূমি সংগ্রহ ও ভূমি ভরাটের কারণে এই ভূমিতে প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা থেকে এটি বোঝা গেছে যে ইউএমপিএল মেঘনা শাখা চ্যানেলে প্রবেশের জন্য কোনও বিধিনিষেধ রাখছে না, এইভাবে, মৎস্যজীবীদের নৌকা ডকিং এবং জাল শুকানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে। তবে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে ঘাটের বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক এবং বর্ষাকালে তা চলাচলের অনুপযোগী থেকে যায়।

প্রভাব

আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা:

মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকের সংখ্যা: ৩৩৩
মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি নির্ভরশীলের সংখ্যা: ১৮ পরিবার
মৎস্যজীবী সম্প্রদায়: ৬০ পরিবার
ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার: ২৬টি পরিবার
প্রবেশের রাস্তা বরাবর দখলকারী: ৫৪

ইউএমপিএল প্রকল্পটি স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে ব্যক্তিগত ভূমিকে প্রভাবিত করবে। প্রকল্প সাইটের জন্য ভূমি ক্রয়ের কারণে স্থায়ী প্রভাব পড়বে। স্থায়ী ভূমির ক্ষতি সেই ভূমি নির্ভর পরিবারের পারিবারিক আয় হ্রাস, দুর্বল মহিলাদের উপর প্রভাব, মাছ ধরার কার্যকলাপ ইত্যাদির জন্য প্রত্যাশিত। ৩৩৩টি জরিপকৃত ভূমির মালিক পরিবারের মধ্যে ৯০টি পরিবারের কৃষি ভূমি এবং তারা বেশিরভাগই খামার-ভিত্তিক কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। তাদের জীবিকা বেশিরভাগই প্রভাবিত হয় এবং পরবর্তীতে পুনঃস্থাপন সহায়তার প্রয়োজন হয়। ইউএমপিএল থেকে প্রাপ্ত ভূমির মূল্য থেকে তারা কৃষি কাজের জন্য বিকল্প ভূমি কিনতে পারে। একটি বিকল্প কৃষি ভূমি কেনার জন্য বিদ্যমান বলে জানা গেছে। তবে, ক্রান্তিকালে তাদের জীবিকা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। তাই, উত্তরণের সময় ইউএমপিএল থেকে আর্থিক সহায়তা তাদের জীবিকার উপর প্রভাবের মাত্রা কমিয়ে দেবে। নিম্নরূপ প্রভাব এলাকার বিভিন্ন বিভাগ:

স্টেকহোল্ডারের পরামর্শ এবং চাহিদা মূল্যায়ন

প্রকল্প সাইটের চারপাশে স্টেকহোল্ডারদের (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক) সাথে এফজিডি-এর মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল। এগুলি হলঃ

- পরিবারের প্রধান এবং/অথবা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পরিবারের অন্যান্য সদস্য।
- পরিবারের প্রধান এবং/অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রভাবিত হতে পারে।
- গ্রামের মহিলা ও যুবকরা
- পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শ
- পূর্বপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সাথে পরামর্শ
- মধ্যপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সাথে পরামর্শ
- সোনারগাঁও সাব রেজিস্টার ভূমি অফিসের সাব রেজিস্টারের সাথে পরামর্শ
- সোনারগাঁও সাব রেজিস্টার ভূমি অফিসের দলিল লেখক ইউনিয়নের সাথে পরামর্শ।
- ভূমি সংগ্রহকারী এবং ভূমির মালিকের সাথে পরামর্শ
- দুধঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে পরামর্শ

এছাড়া মূল চাহিদাগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণের সাথে একটি প্রয়োজন মূল্যায়ন অনুশীলন করা হয়েছিল। এইভাবে এনটাইটেলমেন্ট এবং জীবিকা পুনঃস্থাপনের উপাদান প্রস্তুত করার জন্য মূল প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার সময়, AECOM জরিপ টীম দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করে যা জরিপকৃত জনসংখ্যা তাদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা বাড়াতে এবং তাদের জীবিকার সুযোগ উন্নত করতে চেয়েছিল। সাবস্টেশন স্তরে চিহ্নিত কিছু মূল প্রয়োজনীয়তা হলঃ

- কম্পিউটার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন যেমন গবাদি পশু পালন বা হাঁস-মুরগি পালন এবং সেলাই, অ্যাকুয়াকালচার/মাছ ফ্রেমিং, ড্রাইভিং, ইলেকট্রনিক্স মেরামত, নদীর গভীরতানির্ণয় ইত্যাদির মতো মিশ্র চাষ এবং অ-খামার কার্যক্রমের উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- নারীরা জীবিকা উপার্জনে পুরুষদের সহায়তা করার জন্য সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী।
- উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্য উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি।

ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সহায়তা

জীবিকা পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে দুর্বল ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর বিশেষ সহায়তা। জরিপ চলাকালীন মোট ২৬টি পরিবারকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি প্রধানত মহিলা প্রধান পরিবার (২০টি পরিবার) বা পরিবারের প্রধান একজন বয়স্ক ব্যক্তি (৬টি পরিবার) এবং পরিবারের অন্য কোনও সদস্য নেই যারা সেই পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। ট্রানজিশন পিরিয়ডে এই পরিবারের জন্য অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হবে বা তাদের অন্যান্য জীবিকায় জড়িত করার জন্য অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হবে। প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাদাভাবে সক্ষম ব্যক্তি নেই।

যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা নির্ধারক

এলআরপি ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য এবং অযোগ্য উভয়কেই স্বীকৃতি দেয়। একটি উপযুক্ততা নির্ধারক (ইএম) তৈরি করা হয়েছে যা জীবিকা পুনঃস্থাপনের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তার রূপরেখা প্রদান করে। নির্দেশকসমূহ সাধারণত প্রভাবের ধরন, যোগ্যতার মানদণ্ড, ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা, উন্নয়ন সহায়তা এবং প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণের অতিরিক্ত সুবিধাগুলি আওতায় আনে।

আগেই বলা হয়েছে প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই ভূমি সম্পদের ক্ষতির জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কিন্তু নেতিবাচক প্রভাবকে আরও প্রশমিত করতে, দুর্বলতা কমাতে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি প্রদান করতে, প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত অতিরিক্ত সহায়তার অধিকারী হবে:

- বিদ্যমান দক্ষতা এবং প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা হবে।
- কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড, ভূমিতে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত উন্নতি, ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য তাদের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উন্নতির বিষয়ে প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী, পূর্ব-ভিত্তিক শিল্প, সমবায় এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠী হিসাবে কাজ, ব্যবসার সম্ভাবনা ইত্যাদিতে প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তি নিযুক্ত থাকবে।

ক্রমিক নং	দৃষ্টিভঙ্গি	প্রভাবের প্রকার	এনটাইটেলমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক	পদক্ষেপ	অন্যান্য সুবিধা
শিরোনাম হোল্ডার					
১	কৃষি ভূমি	ভূমির ক্ষতি	বাজার মূল্য অনুযায়ী ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ	আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে	পিএএইচ-এর ইচ্ছুক সদস্যদের কাজের দক্ষতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে (সদস্যদের আগ্রহ এবং ইউএমপিএল উপযুক্ততা)
২	পরিবারের সম্পদ	পরিবারের সম্পদের ক্ষতি	বাজার মূল্য এবং স্থানান্তর ভাতা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ	আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে	সিএসআর কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য উন্নয়ন সুবিধা প্রদান করা হবে
৩	ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী	বয়স্ক জনসংখ্যাএবং নারী নেতৃত্ব	কৃষি ভূমির ক্ষতিপূরণের আওতায়	আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে	• ক্রান্তিকালে আর্থিক সহায়তা • পিএএইচ-এর ইচ্ছুক সদস্যদের কাজের দক্ষতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে (সদস্যদের আগ্রহ এবং ইউএমপিএল উপযুক্ততা)
৪	জীবিকার ক্ষতি	প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত জীবিকা সহ পরিবার	কৃষি ভূমির ক্ষতিপূরণের আওতায়	আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে	• ক্রান্তিকালে আর্থিক সহায়তা • পিএএইচ-এর ইচ্ছুক সদস্যদের কাজের দক্ষতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে (সদস্যদের আগ্রহ এবং ইউএমপিএল এর উপযুক্ততা) • জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সম্পদ সরবরাহ করুন
নন-টাইটেল হোল্ডার					
৫	জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব	ভূমি নির্ভর পরিবার	ভূমির কোনো ক্ষতিপূরণ নেই	কোন ক্ষতিপূরণ নেই	• পিএএইচ-এর ইচ্ছুক সদস্যদের কাজের দক্ষতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে (সদস্যদের আগ্রহ এবং ইউএমপিএল উপযুক্ততা) • জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সম্পদ সরবরাহ করুন
		মৎস্যজীবী সম্প্রদায়	ভূমির জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই	ভূমির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই	• পিএএইচ-এর ইচ্ছুক সদস্যদের কাজের দক্ষতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে (সদস্যদের আগ্রহ এবং ইউএমপিএল উপযুক্ততা) • জীবিকার উপর প্রভাব কমাতে সংস্থান সরবরাহ করুন

জীবিকা পুনঃস্থাপন

এলআরপি-এর লক্ষ্য হল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি-র জীবিকার পরিস্থিতি পুনঃস্থাপন করা এবং প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অন্তত তাদের জীবনযাত্রার মান পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করে তাদের জীবিকা পুনঃস্থাপনের উপর নজর দেওয়া। জীবিকা পুনঃস্থাপনের বিকল্পগুলি বিস্তৃত কর্মকাণ্ডগুলি প্রদান করে যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী জন্য জীবিকা পুনঃস্থাপন করতে পারে, বিশেষ করে যাদের জীবিকা প্রধানত ভূমির উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এবং যাদের আয়ের কোন বিকল্প উৎস নেই। প্রস্তাবিত জীবিকার ব্যবস্থাগুলি প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিগণের সাথে পরামর্শ করে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- ট্রানজিশন পিরিয়ডে আর্থিক সহায়তা
- মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জন্য সহায়তা
- খামার এবং অ-খামার কার্যক্রমের উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্য উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি।
- যোগ্যতা অনুযায়ী যুবকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ
- প্রকল্পের মধ্যে দুর্বল প্রকল্প আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কাজের সুযোগ প্রদান

এলআরপি বাজেট

জীবিকা পুনঃস্থাপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোট আনুমানিক খরচ নিম্নলিখিত অনুযায়ী হবে:

ক্রমিক নং	প্রোগ্রাম	কার্যক্রম	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	কার্যকলাপের সময়সীমা
১	উত্তরণের সময় আর্থিক সহায়তা সময়কাল	• ৯০ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। কৃষিভূমিহীন ভূমির মালিক, ১৪ কৃষিভূমিহীন নির্ভরশীল, ২৬ অরক্ষিত পরিবার	১৩০	১ বছর (প্রশিক্ষণ চলাকালীন)
২	দুর্বল পরিবারের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা	• ২৬ দুর্বল পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, এক বছর আর্থিক সহায়তার পর।	২৬	১ বছর

ক্রমিক নং	প্রোগ্রাম	কার্যক্রম	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	কার্যকলাপের সময়সীমা
৩	দুর্বল পরিবারের জন্য জীবিকার বিকল্প তৈরি করুন	• ইউএমপিএল-কে প্রতিটি দুর্বল পরিবারের সাথে জীবিকার উপযুক্ত বিকল্পগুলি অন্বেষণ করতে হবে	২৬	২ বছর
৪	মাছ ধরার জাল বিতরণ	• প্রতিটি মৎস্যজীবী পরিবারে ভালো মানের মাছ ধরার জাল বিতরণ	৬০	১ বছর
৫	মাছের জাল শুকানোর জন্য বাঁশের কাঠামো নির্মাণ	• ইউএমপিএল-এর গঠন শৈলী/স্বল্প খরচে প্রযুক্তি অন্বেষণ করবে এবং মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের জন্য মাছ শুকানোর অবকাঠামো তৈরি করবে	৬০	১ বছর
৬	কৃষিসহায়তা কর্মসূচি	• কৃষি সম্পর্কিতসরকারী স্কিম সচেতনতা • কৃষি দক্ষতা উন্নত করা-বপন, কাটা, ফসল কাটা, সংরক্ষণ কৌশল প্রশিক্ষণ • ফসলের পরিচর্যা ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ • প্যাকেজিং এবং মার্কেটিং • এক্সটেনশন সেবার সাথে সংযোগ • কৃষি সম্পর্কিত অনুশীলন সচেতনতা	ইএ দ্বারা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মূল্যায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচিত হবে	২ বছর (৪ প্রোগ্রাম)
৭	উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং সার বিতরণ	• উচ্চ ফলনশীল বীজ বিতরণ • সার বিতরণ	কৃষি সহায়তায় অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগী এই কর্মসূচি হবে যোগ্য হবে	১ বছর
৯ ক	দক্ষতা বর্ধন এবং কর্মসংস্থান কার্যক্রম	• কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন • প্রোগ্রামের উপর প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মূল্যায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচিত হবে	৩ বছর (প্রতি বছর ২টি প্রোগ্রাম বিষয়, মোট ৫টি বিষয়)

ক্রমিক	কর্মসূচী	কার্যক্রম	সুবিধাভোগীদের সংখ্যা	কার্যক্রমের সময়সীমা
		• বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক কোর্স সম্পর্কে সচেতনতা • প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ • সেলাই প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু পালন, পোল্ট্রি ফ্রেমিং, ফিশ ফ্রেমিং, ড্রাইভিং। • ব্যবসায়িক সংযোগ উন্নত করা	নির্বাচন করার আগে ইএ দ্বারা	
৯b	দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম (মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ)	• বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স	বাছাইয়ের আগে ইএ দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মূল্যায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে	৩ বছর
১০	গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, সেলাই মেশিন ও মাছ বিতরণ	• গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের গবাদি পশু বিতরণ • ছাগল পালনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল বিতরণ • মুরগি পালনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পোল্ট্রি বার্ড বিতরণ • মাছ চাষের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাছ বিতরণ • সেলাই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সেলাই মেশিন বিতরণ	দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীরা তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী এর জন্য যোগ্য হবেন	৩ বছর
১১	অপ্রত্যাশিত প্রভাব	• প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে স্থানীয় জনগণের যেকোনো সমস্যা সমাধানের উদ্বেগ • প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে প্রভাবিত অবকাঠামো/সুবিধা পুনঃস্থাপন • প্রকল্প সাইটের চারপাশে পরিবেশের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করা	সবাই	মাঝে মাঝে
১২	এলআরপি মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন বাহ্যিক মনিটরিং এর জন্য বাজেট	• অর্ধ-বার্ষিক এলআরপি বাস্তবায়ন অবস্থা মনিটরিং		সম্পূর্ণ এলআরপি বাস্তবায়নের সময়কালে প্রতি ছয় মাসে এলআরপি বাস্তবায়নের সমাপ্তির পরে সমাপ্তি অডিট করা হবে

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এলআরপিতে একটি বিশদ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিবরণ থাকবে। এলআরপি দুটি স্তরে বাস্তবায়িত হবে যেমন প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান যা ইউএমপিএল এবং তৃতীয়-পক্ষ বাস্তবায়নকারী সংস্থা।

লেভেল ১: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ- জীবিকা পুনঃস্থাপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউএমপিএল-এর প্রধান ব্যক্তি হবেন ম্যানেজার এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডার, ইউএমপিএল কর্পোরেট এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানর সাথে সমন্বয় করার একমাত্র দায়িত্ব তাঁর। নির্বাহী সংস্থা সরাসরি তাকে রিপোর্ট করবে।
লেভেল ২: বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান -ইউএমপিএল এলআরপি বাস্তবায়নের জন্য থার্ড পার্টি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইএ) কে জড়িত করবে। এই ইএ সরাসরি ইউএমপিএল-এর ম্যানেজার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কাছে রিপোর্ট করবে। ইএ তে কমপক্ষে দুটি পদবী- সোশ্যাল এক্সপার্ট এবং কমিউনিটি লিয়াজন অফিসার (সিএলও) থাকতে হবে।

প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি-কে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইএ দ্বারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে।

এলআরপি অনুমোদিত হবে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় ভাষায় প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার এবং সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকল্প সাইটে সেটি রাখতে হবে। অনুমোদনের পর এলআরপি বই বিতরণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে যার মধ্যে জীবিকা পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অভিযোগ প্রক্রিয়া

এলআরপি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অভিযোগ ও অভিযোগের সমাধানের জন্য একটি তিন-স্তরীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।
সাইট লেভেলে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য যে অভিযোগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন তৃতীয় পক্ষগুলিকেও কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই মানদণ্ডগুলি পূরণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সদস্য (পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান), দুধঘাটা গ্রামের ইউনিয়ন সদস্য, ইউএমপিএল দ্বারা চিহ্নিত দুধঘাটা গ্রামের মহিলা সদস্যরা জিআরসি-এর অংশ হবে।

অভিযোগ/অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য প্রথম স্তর: সবচেয়ে তাৎক্ষণিক ও অ্যাক্সেসযোগ্য স্তরটি জেনারেল ম্যানেজার-সাইটের মাধ্যমে হবে যিনি হবেন সাইট স্তরের অভিযোগ অফিসার। অভিযোগ মৌখিক বা লিখিত আবেদনের মাধ্যমে দায়ের করা যাবে। একটি অভিযোগ নিবন্ধন (অভিযোগ লগ) সাইট অফিসে রাখা হবে, যে কোনো মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ/অভিযোগ অবিলম্বে অভিযোগ লগে নথিভুক্ত করা হবে।

জিআরসি-এর দ্বিতীয় স্তর: যে অভিযোগ/অভিযোগগুলি লেভেল-১-এ সমাধান করা যায় না বা যদি অভিযোগকারী লেভেল ১-এর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন এবং প্রতিকারের জন্য আপিল মামলাগুলি ২য় স্তরে নেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্তরে অভিযোগ তত্ত্বাবধানের জন্য কর্পোরেট স্তরে একজন প্রধান অভিযোগ অফিসারকে মনোনীত করা হবে।

জিআরসি-এর ৩য় স্তর হবে প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU) স্তরে। ২য় স্তরে সুরাহা বা সমাধান করা যায় না এমন কোনও অভিযোগ এই স্তর পর্যন্ত আনা যেতে পারে। তৃতীয় স্তরে ইউএমপিএল-এর নির্বাহী পরিচালক হবেন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্তরের প্রধান অভিযোগ অফিসার।
ইউএমপিএল-এর জন্য প্রস্তাবিত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

ইউএমপিএল, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য অভিযোগ নিবন্ধন করতে সাইট স্তরের যোগাযোগ ব্যক্তি/অভিযোগ অফিসার, নিবন্ধনের প্রক্রিয়া এবং অভিযোগের সমাধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, প্রয়োজনীয় সময়সীমা, মামলার উচ্চতর স্তরের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মানদণ্ড চিহ্নিত করতে হবে। সমস্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে একটি দ্বি-স্তরের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। মামলার গভীরতা অনুযায়ী প্রতিটি স্তরে অভিযোগের সমাধান করা যেতে পারে। ইউএমপিএল-এর অভিযোগ নিষ্পত্তির পদক্ষেপগুলি নীচে দেওয়া হল:

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিবন্ধন

- সাইট এরিয়া, সাইট অফিস এবং কমিউনিটি লেভেলে বিভিন্ন চিহ্নিত স্থানে সুরক্ষিত অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হবে।
- অভিযোগকারী বেনামী থাকতে চাইলে তিনি অভিযোগগুলি লিখতে পারেন এবং বিদ্যমান অভিযোগ বাক্সে ফেলতে পারেন।
- অভিযোগ পাওয়া যাওয়ার পর অভিযোগ লগ রেজিস্টার বা ডেটা সিস্টেমে রেকর্ড করা হবে এবং অভিযোগকারীকে স্বীকৃতি স্লিপ প্রদান করা হবে।

সারণি ১০. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির সদস্যদের তালিকা

সদস্য	ভূমিকা	যোগাযোগের নম্বর
স্থায়ী কমিটি		
জেনারেল ম্যানেজার সাইট	চেয়ারপারসন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি প্রধান	**০১৭৮৭৬৯০৮৫১**
ডেপুটি ম্যানেজার অ্যাডমিন	সদস্য	**০১৭১৩২০৫৩১৫**
ম্যানেজার-ইএইচএস	সদস্য	**০১৭১৩২০৫২৯৫**
ম্যানেজার-কমিউনিটি উন্নয়ন	সদস্য	**০১৭১৭১৪৬৫৫৮**
সম্প্রদায়ের অভিযোগের জন্য অতিরিক্ত সদস্য		
পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান	সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	**০১৬৮২৮০৬০২০**
পিরোজপুর ইউনিয়নের সদস্য	সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	**০১৮৩৬৮৫৩০০৬**
পিরোজপুর ইউনিয়নের মহিলা সদস্য	সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	**০১৮১৪০৭৪০১০**

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

মনিটরিং: প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এলআরপি-এর কার্যকারিতা এবং চলমান অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দুই ধরনের মনিটরিং করা হবে। এলআরপি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইএ) দ্বারা অভ্যন্তরীণ মনিটরিং করা হবে। মনিটরিং একটি নিয়মিত কার্যকলাপ হবে এবং প্রকল্প স্তরে ইএ এবং ম্যানেজার-কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব হবে যারা এলআরপি কার্যক্রমের সময়মত বাস্তবায়ন দেখবে এবং অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করবে।

এলআরপি বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বাধীন তৃতীয়-পক্ষ মনিটরিং সংস্থা (এলআরপি বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্যতীত) দ্বারা অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে বাহ্যিক মনিটরিং করা হবে। পরামর্শদাতা তার পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের পর একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। এই রিপোর্টটি তদনুসারে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমন ঋণদাতা, সরকারী কর্তৃপক্ষ, সম্প্রদায়, শেয়ারহোল্ডার ইত্যাদির কাছে তাদের রেফারেন্স এবং রেকর্ডের জন্য জমা দেওয়া হবে এবং এটি এবি-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন: ইউএমপিএল এলআরপি বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন পরিচালনা করতে এবং উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, নীতি, আইন ও প্রবিধান মেনে চলার জন্য একটি স্বাধীন পরামর্শক নিয়োগ করবে। মূল্যায়নকারী হবেন একজন স্বাধীন পরামর্শদাতা যার জীবিকা পুনঃস্থাপনের পরিকল্পনা পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রকল্পের তথ্য প্রকাশ

এলআরপি এবং ইএসআইএ-এর ইংরেজি এবং বাংলা উভয় সংস্করণই নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে:
https://umplbd.com/esia-lrp/

এলআরপি -এর বাংলা এক্সিকিউটিভ সারাংশ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। এলআরপি বাস্তবায়নের আগে এবং চলাকালীন সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা হবে। এলআরপি বাস্তবায়নের জন্য একটি ফার্ম নিয়োগ করা হবে এবং এটি এপিদের সাথে নিয়মিত আলোচনা পরিচালনা করবে।

ইএসআইএ এবং এলআরপি -এর সম্পূর্ণ সংস্করণ নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যাবে:

- ইউএমপিএল সোশ্যাল অফিস, দুধঘাটা
- ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, পিরোজপুর
- পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমপাড়া মসজিদ

যদি প্রকল্পের নথির কপির প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

নাম: রাজিব হোসাইন
উপাধি: কমিউনিটি সুপারভাইজার
মোবাইল নম্বর: 01738067258